অপরাধেও কখনও লপ্ত হয় না। সেই স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে আরও উল্লেখ আছে—দ্বাদশীব্রতে যে জন জাগরণ করিয়া তুলসীস্তব পাঠ করে, কেশব তাহার বিষ্ণুচরণে কৃত দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন। সেই পুরাণের অন্যত্রও দেখা যায়—তুলসীরোপণ করা কর্ত্তব্য ; শ্রাবণমাসে রোপণে বিশেষ ফলপ্রদ। পুরুষোত্তম তাহার সহস্র সহস্র অপরাধ ক্ষমা করেন। সেই পুরাণের অন্যত্র কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে উল্লেখ আছে—যে জন তুলসী দ্বারা শালগ্রামশিলা অর্চ্চন করে, কেশব তাহার দ্বাত্রিংশৎ অপরাধ ক্ষমা করেন। অন্যত্রও দেখা যায়—যে জন শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম শস্ত্রে অঙ্কিত হইয়া শ্রীহরির পূজা করে, কেশব নিত্য তাহার সহস্র সহস্র অপরাধ ক্ষমা করেন। আদিবরাহে বর্ণিত আছে—যে জন এক বৎসরের মধ্যে আমার বরাহতীর্থে গঙ্গাতে স্নান করিয়া উপবাস করে, সে শুদ্ধিলাভ করে। এইপ্রকার মথুরাতেও যে জন শ্রীযমুনাতে স্নান করিয়া উপবাস করে, সে অপরাধী হইলেও পবিত্র হইয়া থাকে। এই বরাহক্ষেত্র ও মথুরাক্ষেত্র—এই দুইয়ের মধ্যে কোন একটিকে যে সৌভাগ্যশালীজন সেবা করে, সেইজন সহস্র জন্মজনিত অপরাধ হইতে মুক্তিলাভ করে। মহতের নিকট কৃত অপরাধ কিন্তু মহতের নিকটে দৈন্য-বিনয়াদি দ্বারা, অথবা মহতের প্রীতির জন্য নিরন্তর দীর্ঘকালব্যাপী শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তনের দ্বারা ক্ষমা করানো অবশ্য-কর্ত্তব্য—এই কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কারণ মহতের প্রসন্নতা ভিন্ন অপরাধ ক্ষমা হইতে পারে না। অতএব দক্ষপ্রজাপতি শ্রীশিবকে ৪।৭।১২ শ্লোকে বলিয়াছেন—"যে আমি তোমার তত্ত্বদৃষ্টিশূন্য বলিয়া সভামধ্যে দুর্ব্বাক্যরূপ বাণের দ্বারা তোমাকে তিরস্কার ও বিদ্ধ করিয়াছি, সেই মহত্তম তোমার নিন্দাজনিত অপরাধে অধঃপতিত আমাকে মৎকৃত অবজ্ঞা গণনা না করিয়া স্নেহার্দ্র দৃষ্টিতে রক্ষা করিয়াছে, সেই ভগবান তুমি তোমার নিজকৃত পরানুগ্রহেই সন্তুষ্ট থাক। আমি নিজকৃত অপরাধের কোন প্রতিকার করিতে সমর্থ নহি।" এইপ্রকার পরেও বুঝিয়া লইতে হইবে।

এইক্ষণ বন্দন অর্থাৎ নমস্কাররূপ ভক্তির অঙ্গ প্রকাশ করিতেছেন। যদ্যপি এই বন্দনাঙ্গভক্তি অর্চ্চনমার্গের অঙ্গরূপেও আছে, তথাপি কীর্ত্তন ও স্মরণাঙ্গের মত স্বতন্ত্রভাবেও বন্দনাঙ্গের প্রাধান্য অভিপ্রায়ে পৃথক্ বিধান করা হইয়াছে। এইপ্রকার অন্যান্য অঙ্গেও বুঝিতে হইবে। কোনও কোনও ভক্ত শ্রীভগবানের অনন্ত গুণ ও ঐশ্বর্য্য শ্রবণ করিয়া সম্ভ্রান্তহৃদয়ে সেই সেই গুণানুসন্ধান এবং চরণসেবা প্রভৃতিতে নিজের অধিকার নাই—এইরূপ দৈন্যে কেবলমাত্র নমস্কারেই কৃতসঙ্কল্প হন, তাহাদের জন্যই এই বন্দনাঙ্গটিকে স্বতন্ত্র-